দৈনিক ইত্তেফাক

29

তারিখ ... AUG -1 5 1999
পৃষ্ঠা ১ ... কলাম ৩

১০ হাজার ভুয়া সার্টিফিকেট মার্কশীটসহ 'জালিয়াত শিরোমনি' মালেক গ্রেফতার

সাকির আহমদ ॥ রাজধানীতে এসএসসি হইতে মাস্টার্স পরীক্ষা পাসের সার্টিফিকেট, মার্কশীট ও প্রশংসাপত্র মাত্র ২০০ হইতে ৩০০ টাকায় পাওয়া যাইত। শুধু কি তাই, কারিগরি ডিগ্রী, মাদ্রাসার বিভিন্ন ডিগ্রীর সার্টিফিকেটও বিক্রয় হইত। কিন্তু এখন আর পাওয়া যাইবে না। কারণ এইসব ডিগ্রীর সার্টিফিকেট প্রদানকারী ব্যক্তিকে সিআইডি পুলিশ গ্রেফতার করিয়াছে। সেই সঙ্গে উদ্ধার করিয়াছে প্রায় ১০ হাজার কপি সার্টিফিকেট, মার্কশীট, প্রশংসাপত্র। বিভিন্ন ধরনের ৪৩৭ পিস সীল ও একটি বৈদ্যুতিক টাইপ রাইটার মেশিন। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির নাম আব্দুল মালেক। গত ১০ বছর ধরিয়া সার্টিফিকেট জালিয়াতি করিয়াছে।

সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার

(২য় পৃষ্ঠায় ২-এর কঃ দ্রঃ)

মালেক গ্রেফতার

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ইমামুল হোসেন ফিরোজ জানান, দীর্ঘ এক মাস অনুসন্ধান চালাইয়া সার্টিফিকেট জালিয়াতির মূল হোতা আব্দুল মালেককে গত শুক্রবার বিকালে গ্রেফতার করা হয়। নগরীর ধানমন্ডি থানাধীন ৬৩/৩, নর্থ সার্কুলার রোড, ভুতের গলির বাসাটি ছিল জালিয়াতির মিনি শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ড। সিআইডি স্পেশাল টিমের ইন্সপেক্টর আব্দুল বাসেত খান ও ইন্সপেক্টর নজরুল ইসলাম সঙ্গীয় ফোর্সসহ বাসা ঘিরিয়া আব্দুল মালেককে সার্টিফিকেট জালিয়াতির কথা জিজ্ঞাসা করিলে প্রথমে অস্বীকার করে। এক পর্যায়ে সবকিছু স্বীকার করিয়া কাগজপত্র, সীল ও টাইপরাইটার বাহির করিয়া দেয়।

গ্রেফতারকৃত আব্দুল মালেকের বাসা হইতে এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার ৫ হাজার ৭০১ কপি সার্টিফিকেট, মার্কশীট ও দেশের বিভিন্ন এলাকার স্কুল-কলেজের ১০০০ কপি প্রশংসাপত্র, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ হাজার ৬৪০ পিস সার্টিফিকেট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৫০ পিস সার্টিফিকেট, মাদ্রাসা বোর্ডের ১১৫ এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ২০ কপি সার্টিফিকেট উদ্ধার করা হয়। ইহাছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২টি এ্যাম্বুস সীল এবং দেশের বিভিন্ন স্কুল-কলেজের প্রধান শিক্ষক ও অধ্যক্ষের ৪৩৫টি সীল, একটি বৈদ্যুতিক টাইপ রাইটার মেশিন, ৫টি স্ট্যাম্প প্যাড ও বিভিন্ন ধরনের স্বাক্ষর করার ২৩টি কলমও উদ্ধার করা হয়।

গতকাল (শনিবার) সিআইডি দফতরে ইত্তেফাক প্রতিনিধি সার্টিফিকেট জালিয়াতির ব্যাপারে প্রশ্ন করিলে আব্দুল মালেক জানায়, পুলিশ তাহাকে গ্রেফতার করিবে তাহা বুঝিতে পারে নাই। ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সহকারী হিসাব রক্ষক হিসাবে চাকুরী করিয়া ১৯৮৯ সালে অবসর গ্রহণ করে। মালেক অকপটে স্বীকার করে, কয়েকজন সহকর্মীর পরামর্শে সার্টিফিকেট জালিয়াতি করা শুরু করে ১৯৯০ সালে। এই কাজের জন্য ১৮ হাজার টাকায় ইলেকট্রিক টাইপ রাইটার মেশিন কিনিয়াছে। দেশের প্রতিটি শিক্ষা বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের বিভিন্ন ডিগ্রীর সার্টিফিকেট বিক্রয় করিয়া বছরে কমপক্ষে দুই লক্ষ টাকা পাইত।

মালেক জানায়, এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষা পাসের সার্টিফিকেট ২০০ টাকা, বিএ, বিকম, বিএসসি'র সার্টিফিকেট ২৫০ টাকা, অনার্স ও মাস্টার্সের সার্টিফিকেট ৩০০ টাকা করিয়া বিক্রয় করিয়াছে। মাদ্রাসার আলিম, ফাজেল ও দাখিল পরীক্ষা পাসের সার্টিফিকেটের দাম ছিল যথাক্রমে ২০০, ২৫০ ও ৩০০ টাকা। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সার্টিফিকেটের মূল্য ৩০০ টাকা। পুরাতন ঢাকার বংশালে অবস্থিত মানসী সিনেমা হলের পার্শ্বে আকবর ও সুজিত নামে দুই ব্যক্তি সব ধরনের সার্টিফিকেট মুদ্রণ করিয়া দিত।

আব্দুল মালেক ২ ছেলে ও ৩ মেয়ের জনক। নিজে ঘরে বসিয়া এসএসসি হইতে দেশের সর্বোচ্চ ডিগ্রীর সার্টিফিকেট বিক্রয় করিলেও সন্তানদের সার্টিফিকেট দেয় নাই। বড় ছেলে পুরাতন ঢাকায় একটি ব্যাংকে চাকুরী করে। দ্বিতীয় ছেলে ঢাকায় একটি কলেজে পড়াশুনা করিতেছে। তৃতীয় ছেলে যুক্তরাষ্ট্রে কম্পিউটার সায়েন্সে পড়াশুনা করিতেছে। চতুর্থ ছেলে চাকুরীরত এবং পঞ্চম ছেলে ব্যবসার সহিত জড়িত। বড় মেয়ে এইবার এসএসসি পাস করিয়াছে। দ্বিতীয় মেয়ে মানসিক রোগী ও ছোট মেয়ের বয়স ৩ বছর। সন্তানদের সার্টিফিকেট না দিয়া হাজার হাজার ছেলে-